এবার অনলাইনে ক্লিক করলেই ঘরে বসে মিলবে খাঁটি জয়নগরের মোয়া

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় • দক্ষিণ ২৪ পরগনা

এবার ঘরে বসে অনলাইনে ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন একেবারে খাঁটি কনকচূড় ধান ও নলেন গুড়ের তৈরি অনুপম স্বাদের জগৎবিখ্যাত জয়নগরের মোয়া। নরম তুলতুলে সেই মোয়া মুখে দিলেই গলে যাবে। যা জয়নগরে বসে সেখানকার অভিজ্ঞ কারিগররা সঠিক উপকরণ দিয়ে তৈরি করে দেবেন। এজন্য আগাম পয়সা নিয়ে জয়নগরে যেতে হবে না। বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন মোয়ার প্যাকেট। তা হাতে পাওয়ার পরই দাম মিটিয়ে দিলে হবে। আকার ও গুণগত উৎকর্ষ অনুসারে এর তিন রকম দাম ঠিক হয়েছে। তা হল, পপুলার, স্পেশাল ও সুপার প্রতি কেজি ২০০, ৩০০ এবং ৪০০ টাকা।

অনলাইনে মোয়ার অর্ডার নেওয়ার জন্য 'জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটি' চলতি মাসেই ওয়েবসাইট খুলেছে। তাতে এর বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে বেশ কিছু অর্ডার পেয়ে তা নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছে দিয়েছে সোসাইটি। কিন্তু সেই মোয়া যে ভেজাল হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সেটা যাচাইয়ের ব্যবস্থাও অর্ডার নেওয়ার আগে অনলাইনে রাখা হয়েছে। সেখানে কী কী উপকরণ ও তার পরিমাণ দেওয়া রয়েছে, কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে তার ঠিকানা, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া লোগো সবই থাকছে।

দার্জিলিং চায়ের মতোই সম্প্রতি জয়নগর মোয়ার 'ব্র্যান্ড নেম', ভেজাল রোধ, শুদ্ধতা রক্ষা, এবং তার ভৌগোলিক অবস্থানের রক্ষাকবচ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অব গুডসের (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন আইন) আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতিমধ্যে সেই সব নথি জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটি ও রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে কারা এই নাম ও লোগো ব্যবহার করতে পারবেন এবং তার জন্য কী কী করতে হবে, সেই নির্দেশিকাও রয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই মোয়া তৈরির পর তার মান ও বিশুদ্ধতা ঠিকঠাক বজায় থাকছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য ১৩ জনের একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইনসপেকশন কমিটি করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিংয়ের আঞ্চলিক অধিকর্তা; কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ছাড়াও রয়েছেন জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটির তিনজন সদস্য, দু'জন বিডিও এবং নিমপীঠ আশ্রম ও কৃষি বিকাশ কেন্দ্র। এখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া জয়নগর-১ এবং ২ এই দু'টি ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থানের বাইরে কোথাও ওই মোয়া কেউ তৈরি, বিক্রি এবং এর নাম ব্যবহার করতে পারবে না। ওই কমিটি এসবের উপর নজরদারি করবে। পাশাপাশি এই আইন ভাঙা হলে কমিটি সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শীত এলেই জয়নগরের মোয়ার নাম দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংলগ্ন কলকাতা শহর এবং রাজ্য জুড়ে অলিগলিতে দোকান গজিয়ে ওঠে। সেখানে কাচের শোকেসে দিনের পর দিন মোয়া সাজানো থাকে। সেখানে বসে জয়নগরের নাম দিয়ে মোয়া তৈরি হয়। পিকনিকে এই সময়ে সকলের হাতে হাতে ঘোরে জয়নগরের মোয়া নামাঙ্কিত সেই প্যাকেট। বাস্তবে সেই সবই ভেজাল। কোনও ক্ষেত্রেই মোয়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কনকচূড় ধান, নলেন গুড়, সামান্য পরিমাণে চিনি, ক্ষীর, এলাচ, কাজু, কিসমিস এবং গোরুর দুধের ঘি থাকে না।

দীর্ঘদিন ধরে চারপাশে জয়নগরের নাম দিয়ে যে সব মোয়া তৈরি হচ্ছে, তাতে কনকচূড় ধানের খই থাকছে না। পরিবর্তে অন্য খই দিয়ে চিনি মিশিয়ে তা করে দেওয়া হচ্ছে। তাতে তার মান, বিশুদ্ধতাও থাকছে না, মানুষ ঠকছেন। পাশাপাশি সরকারও ওই ব্যাবসা থেকে কোনও কর বাবদ টাকা পাচ্ছেন না। এবার থেকে এই ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট বিক্রির ফলে সরকারের ঘরেও কিছু আয় আসবে।

জয়নগর মোয়া নির্মাণকারী সোসাইটির সম্পাদক অশোককুমার কয়াল জানান, আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি অনলাইনে বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। এই অনলাইন ব্যবস্থা সোসাইটি ও ক্রেতার মধ্যে সরাসরি একটা যোগসূত্র তৈরি করে দেবে। সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত মোয়া প্রস্তুতকারকরাই এই লোগো ব্যবহারের অধিকারী থাকবেন। তাছাড়া গুণ বিচার করার জন্য পৃথক কমিটি তো আছেই। দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে এলাকার মানুষসহ এর সঙ্গে যুক্ত সকলেই এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সকলের সহযোগিতায় আইনি (জিআই) স্বীকৃতি পেয়েছি। তাতে করে এই শিল্পকর্মের সঙ্গে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বংশানুক্রমিকভাবে এর মেধা সম্পদ ও একচ্ছত্র আইনি অধিকার অর্জন করল (joynagarmoa.blogspot.com)।